রাজনীতির ব্যাকরণ: ক্ষমতা বনাম দায়বদ্ধতার সংকট

রাজনীতি কেবল ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়; এটি মানুষের সেবা করার বিজ্ঞান এবং সমাজ পরিবর্তনের এক সুনিপুণ শিল্প। বর্তমানে আমরা যে রাজনীতির চর্চা দেখি, সেখানে অনেক সময় তাত্ত্বিক ও আদর্শিক ভিত্তি অনুপস্থিত থাকে।
অথচ ইতিহাস চেতনা ছাড়া রাজনীতি অন্ধ এবং মানুষের বিশ্বাস ও অনুভূতিকে অবজ্ঞা করা রাজনীতি আত্মঘাতী। রাজনীতি আসলে মানুষের বিশ্বাস ও অধিকার নিয়ে কাজ করার এক মহান দায়বদ্ধতা; এটি কেবল পদ-পদবী বা স্লোগানসর্বস্ব কোনো পেশা নয়।
একজন প্রকৃত রাজনীতিকের জন্য যে বিষয়গুলো অনুধাবন করা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি:

১. জাতীয়তাবোধ ও বাঙালি জাতিসত্তা: আমাদের রাজনীতির ভিত্তি হলো হাজার বছরের ইতিহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষা। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের যে নিজস্ব জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে, তার মূল সুরটি একজন নেতার হৃদয়ে প্রোথিত থাকতে হবে। জাতীয় পরিচয়হীন রাজনীতি শেকড়হীন বৃক্ষের মতো।

২. ইতিহাসের পাঠ ও দায়বদ্ধতা: ইতিহাস কেবল অতীতের ধূসর পাতা নয়, এটি ভবিষ্যতের মানচিত্র। যে নেতৃত্ব নিজের জাতির সংগ্রামের ইতিহাস ও পূর্বসূরিদের আত্মদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন না, তিনি জনমানসের আবেগের ভাষা বুঝতে পারেন না। ইতিহাসবিমুখ রাজনীতি বারবার একই ভুলের আবর্তে ঘুরপাক খায়।

৩. ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক মূল্যবোধ: আমাদের ভূখণ্ডে ধর্ম মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন সুকৌশলী ও আদর্শবান রাজনীতিবিদ কখনো মানুষের গভীরতম বিশ্বাসকে আঘাত করেন না। বরং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে সম্মান জানিয়ে কীভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটানো যায়, সেটাই হওয়া উচিত লক্ষ্য।

৪. জনতা বনাম জনগণের মনস্তত্ত্ব: জনসভা বা মিছিলে আসা ‘জনতা’ অনেক সময় সাময়িক হুজুগে চলে। কিন্তু একজন দূরদর্শী নেতাকে বুঝতে হয় স্থায়ী ‘জনগণের’ আকাঙ্ক্ষা। তাদের মনস্তত্ত্ব, অর্থনৈতিক সংকট এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যাশা উপলব্ধি করাই রাজনীতির প্রথম ব্যাকরণ।

৫. রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রশাসনিক জ্ঞান: দেশ পরিচালনার জন্য কেবল রাজপথের আন্দোলন যথেষ্ট নয়। সংবিধান, আইন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক জটিলতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। শাসনকাঠামো না বুঝে ক্ষমতা পাওয়া মানে হলো দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে জাহাজ চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা।

৬. ভূ-রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা: বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি ও অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক রাজনীতির মারপ্যাঁচ বা ভূ-রাজনৈতিক কৌশল বুঝতে না পারলে কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপই দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনতে পারে না।

৭. আদর্শ ও কৌশলের মেলবন্ধন: রাজনীতিতে আদর্শ হলো আলোকবর্তিকা, আর কৌশল হলো গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ। কৌশলহীন আদর্শ পঙ্গু, আর আদর্শহীন কৌশল হলো স্রেফ সুবিধাবাদ। এ দুটির সঠিক সমন্বয়ই একজন দক্ষ রাজনীতিবিদের পরিচয়।

৮. রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সমঝোতা: আধুনিক রাজনীতি মানেই প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা নয়। ভিন্নমতের মানুষকে শ্রদ্ধা করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করাই প্রকৃত নেতৃত্বের গুণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিবর্তন শুরু হয় নিজের ঘর থেকে। আমি যদি সচেতন হই, আমার পরিবার যদি নৈতিক হয়, তবে পুরো দেশ বদলাতে বাধ্য। আসুন, আমরা অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে যুক্তি, বিজ্ঞান এবং নৈতিকতার পথে হাঁটি এবং একটি বৌদ্ধিক বিপ্লব ঘটাই। জ্ঞান কোনো আকাশ থেকে আসা অলৌকিক কিছু নয়, এটি আমাদের প্রতিদিনের সচেতন ও নির্মোহ চিন্তার ফসল।

মেহেরপুরে দুই সংসদ সদস্যের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া

মাহফিল

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা তাজউদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ নাজমুল হুদার উদ্যোগে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনের কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা। বক্তারা মাহে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে পারস্পরিক সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও দেশের কল্যাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবির, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলারসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা তুলে ধরা হয়।

লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভকারী জামায়াত নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভকারী জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাঠিসোটা নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার না করে, তবে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।” একই সঙ্গে দুপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়া কুরুচিপূর্ণ স্লোগান প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভাকে কেন্দ্র করে।

সভায় উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-ঘনিষ্ঠ কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে ‘ফ্যাসিবাদী আচরণ’-এর অভিযোগ তুলে তাকে সভা থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানান বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ সময় সভাকক্ষে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা হস্তক্ষেপ করেন। পরে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং উপস্থিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। এ সময় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার জন্য সভায় উপস্থিত সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন আসাদুজ্জামান বাবলু।

এর কিছুক্ষণ পর বিকেল চারটার দিকে গাংনী শহরে লাঠিসোটা হাতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি উপজেলা জামায়াত কার্যালয় থেকে বের হয়ে হাসপাতাল বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তারা তাদের নেতার ওপর হামলার অভিযোগ তুলে বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর প্রতিবাদে সন্ধ্যায় পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল করেন আসাদুজ্জামান বাবলুর সমর্থক বিএনপি নেতাকর্মীরা। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। যে কোনো বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়ালেও প্রশাসন বলছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে বিএনপির দেওয়া ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গাংনীতে আইনশৃঙ্খলা সভায় যুবদলের হামলার চেষ্টা, হট্টগোল; জামায়াতের বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা চলাকালীন সময়ে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের ওপর হামলার চেষ্টা চালায় যুবদলের একটি দল। এ সময় তারা আলম হুসাইনকে মিটিং থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানায়।

এর আগে একটি মিছিল নিয়ে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে প্রবেশ করে তারা। সে সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের

সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা চলছিল। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমির ডাক্তার রবিউল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

খবর পেয়ে গাংনীতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উপজেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ফোরামের সভায় মিছিল নিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশ করায় পুলিশসহ উপস্থিত সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গনি ও ছাত্রদল নেতা ইমনের নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি দল সভাকক্ষে প্রবেশ করে কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও জামায়াত নেতা আলম হুসাইনকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের সঙ্গে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে আসাদুজ্জামান বাবলু সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা পৌঁছালে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

একটি সূত্র জানায়, ভিজিএফের চালের মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ দাবি করেন ইউপি চেয়ারম্যান আলম হুসাইন। এ বিষয়টি নিয়ে যুবদলের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। যার কারণে এমন ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে বলে অনেকে দাবি করেন।

গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, “উপজেলার সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সভাকক্ষে জোরপূর্বক প্রবেশ করে একজন চেয়ারম্যানকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা যে দলেরই হোক, অপরাধ করেছে। আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।”

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “বিষয়টি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। উপস্থিত সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ারও অঙ্গীকার করছি।”

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, “আমাদের

উপস্থিতিতেই যারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে তারা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। এদের রুখতে না পারলে গাংনীর বিএনপি মানুষের কাছে ধিকৃত হবে। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই।”

উপজেলা জামায়াতের আমির মো. রবিউল ইসলাম বলেন, “রাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বন্ধ না হলে গাংনীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।”

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, “ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরা হতবাক।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমরা এমন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করি না। আজকের সভায় যা ঘটেছে তার দায় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিতে হবে। সুষ্ঠু সমাধান না হলে প্রশাসন প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা নেবে।”

সভার প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “এটি শুধু আলম হুসাইনের ওপর হামলার চেষ্টা নয়, আমাদের সবার ওপর হামলা। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।”

এদিকে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গাংনী উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়।

আ.লীগের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছেন বাবা।

আজ বুধবার (৪ মার্চ) বিষয়টি জানাজানি হয়েছে। এর আগে গত সোমবার

বাবা আবু জাফর তার সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন।

জেলা নোটারি পাবলিক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এক হলফনামার মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন ছাত্রলীগ নেতার বাবা মো: আবু জাফর। ঝিনাইদহ জেলা জজ কোর্টের অ্যাডভোকেট মো: সাদাতুর রহমান হাদি’র মাধ্যমে আইনগত দিকটি সম্পন্ন করেন তিনি।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তার সন্তান নাহিদ হাসান সবুজ। সে ঝিনাইদহ সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

হলফনামা সূত্রে জানা যায়, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে রাজনীতি করায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটী ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দী গ্রামের ব্যবসায়ী মো: আবু জাফর (৪৮) তার ছেলে মো: নাহিদ হাসান সবুজকে (২৪) ত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন।
হলফনামায় মো: আবু জাফর উল্লেখ করেন, তার পুত্র দীর্ঘদিন ধরে তার অবাধ্য এবং অবান্তর জীবনযাপন করে আসছিলেন। তিনি বর্তমানে পরিবারের সাথে বসবাস করেন না এবং নিজের খেয়ালখুশিমতো আলাদা থাকেন।

হলফনামায় আবু জাফর আরও অভিযোগ করেন, গত ৫ আগস্ট (২০২৪) পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তার ছেলে ওই সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে লিপ্ত আছেন। বিশেষ করে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তার সন্তান নাহিদ হাসান সবুজ। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে পিতা হিসেবে তিনি বিব্রত বোধ করেন।

হলফনামায় উল্লেখ করা হয়, নাহিদ হাসান সবুজের কোনো প্রকার আয়-রোজগার, দায়-দেনা বা কর্মকান্ডের সাথে পিতা বা তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তার কোনো অপকর্মের দায়ভার পরিবার বহন করবে না। ভবিষ্যতে তার সাথে পরিবারের সকল প্রকার রক্ত সম্পর্কীয় ও আইনি বিচ্ছেদ বজায় থাকবে।

এ ঘটনায় ত্যাজ্য ঘোষণাকারী মো: আবু জাফর বলেন, “দেশের আইন ও নীতিমালার পরিপন্থী কোনো কাজ আমার সন্তান করুক তা আমি চাই না। বারবার সতর্ক করার পরও সে শোধরায়নি, তাই বাধ্য হয়ে আমি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান সবুজের বক্তব্য জানতে তার মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও মুঠোফোনটি খোলা পাওয়া যায়নি।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ আদালতের আইনজীবী এ্যাড. সালমা ইয়াসমিন বলেন ত্যাজ্য পূত্র বা ত্যাজ্য কন্যা আইনের কোন ভিত্তি নেই। একজন বাবা তার দায় এড়ানোর জন্য এসব করছে, এসব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরানোর জন্য।

কর্মকর্তাদের প্রতি অবৈধ সুপারিশ গ্রহণ না করার আহবান

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খান বলেছেন, জনগণের জন্য যেসব কাজ করা সম্ভব, সেগুলো কোনো ধরনের অবৈধ তদবির (সুপারিশ) বা ফোন ছাড়াই সম্পন্ন করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলার সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা এমপির সামনে তুলে ধরেন।

এমপি বলেন, মেহেরপুর একটি কৃষিপ্রধান এলাকা। কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সহযোগীতা নিয়ে এখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবেন বলে জানান।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রধানরা তাদের দপ্তরের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী আমির খানজাহান আলী ও সেকেটারি খাইরুল বাশার।

এর আগে সংসদ সদস্য উপজেলায় পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন।

ঝিনাইদহে সংরক্ষিত আসনে আলোচনায় কামরুন নাহার লিজি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের নিরঙ্কুশ জয়ের পর এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সংরক্ষিত নারী আসন। জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের বণ্টন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ। এর মধ্যে ঝিনাইদহ থেকে সংরক্ষিত আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড়ে রয়েছেন জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী অধ্যক্ষ কামরুন নাহার লিজি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিএনপির হাইকমান্ড দীর্ঘদিনের ত্যাগী, রাজপথে সক্রিয়, শিক্ষিত ও অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তির নেত্রীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই মানদণ্ডে ঝিনাইদহে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন নাহার লিজি।

জানা যায়, ঝিনাইদহ শহরতলীর মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামরুন নাহার আওয়ামী শাসনামলে রাজপথের বিভিন্ন আন্দোলনে সম্মুখসারিতে ছিলেন। মিছিল-মিটিংয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে তাকে ও তার পরিবারকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে। তবুও তিনি দলীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

তার রাজনৈতিক জীবনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ২০০৮ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের সময় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জড়ানো হয় তাকে। ২০১৩ সালে দলীয় কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। একই বছরে তাকে অবৈধভাবে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। দীর্ঘ চার বছর চাকরিচ্যুত থাকাকালীন সময়েও বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন তিনি। নারী নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে একাধিক নাশকতার মামলা করা হয়। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ শিক্ষক-

কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রেসিডিয়াম সদস্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শিক্ষিত ও ত্যাগী নারী নেত্রী হিসেবে অধ্যক্ষ কামরুন নাহার লিজির মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কামরুন নাহার লিজি বলেন, “ছাত্রজীবন থেকেই শহীদ জিয়ার আদর্শ এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্বের অনুসারী। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় রাজপথে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলাম। দল যদি আমার ত্যাগের মূল্যায়ন করে, তবে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঝিনাইদহের মানুষের সেবা করতে চাই। বিশেষ করে নারীদের অধিকার আদায় এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে যাব।”

ঝিনাইদহে বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মাঝেও কামরুন নাহার লিজিকে নিয়ে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী মেহেরপুরের রাফিজা আলম লাকি

ত্রয়োাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হয়েছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট রাফিজা আলম লাকি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এলাকার উন্নয়ন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সকলের আন্তরিক দোয়া, সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জেলাবাসীর আস্থা, পরামর্শ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মেহেরপুরকে আরো সমৃদ্ধ ও এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা।

ছাত্র জীবন থেকেই জাতীয়তাবাদী দলের সাথে সম্পৃক্ত। সেন্ট্রাল ’ল’ কলেজে অধ্যয়ন কালেও তিনি আইন ছাত্র ফোরামের এর সদস্য ছিলেন। ২০০৬ সালে আইন পেশায় যুক্ত হয়েও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য। ২০১১-১২ সালে ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৪-১৫ সালে সাংস্কৃতিক

সম্পাদক হিসেবে কমিটি সফলভাবে পরিচালনা করেন। জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানা কমিটি দক্ষভাবে গঠন করেন।

বিএনপি ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ঘোষিত সকল আন্দোলনে মাঠ পর্যায়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সুপ্রীম কোর্টের সামনে জলকামান ও লাল গরম পানির বাধা সত্বেও অংশ গ্রহণ করেন এবং দলের নেত্রীর বিরুদ্ধে অন্যায় রায়ের প্রতিবাদে পুলিশের লাঠি চার্জের মুখে রাস্তাায় নেমে আন্দোলন করেন। একদফা আন্দোলনে পুলিশের আঘাতে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিলেন যার খোঁজখবর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নেন। জাসাসের মিছিল ও মিটিংয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিবাদী গান পরিবেশন ও ব্যঙ্গ নাটকে অভিনয় করেন।

২০১৪ সালের নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসন থেকে দলীয় মনোনয়নের জন্য প্রার্থী ছিলেন। জেলা আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদক ও তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং ৩১দফা প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রচারণায় সহযোগিতা এবং অন্যান্য মহিলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কার্যক্রম করেন।
তিনি স্পষ্টবাদী, বলিষ্ঠ ও আপোষহীন আইনজীবী। মামলা সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে আইনের আলোকে দ্রুত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। দলের প্রতি তিনি নির্ভীক আনুগত্যশীল।

১৯৯৮ সাল থেকে আইন ছাত্র ফোরামের সদস্য, ২০০৬ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য এবং যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস), মহানগর উত্তর।

সংরক্ষিত নারী আসনে কেমন নারী দেখতে চাই দেশবাসী।

জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে শিক্ষিত, মার্জিত, নীতিবান, দক্ষ অভিজ্ঞ, নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন, সমাজ সংস্কারক, নারীর অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন। এক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট রাফিজা আলম লাকী যথেষ্ট যোগ্য বলে জনগণ মনে করেন।

পূণ্যভূমির শপথ ও প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূণ্যভূমি মুজিবনগর—এই নাম উচ্চারণ করলেই ইতিহাসের এক দীপ্ত অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই ইতিহাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে ২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলাম থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বল্লভপুরের সন্তান তাজউদ্দিন খান। দীর্ঘদিন ধরে এ আসনে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি প্রার্থীরাই বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু এবার মানুষ ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক নয়; এটি প্রত্যাশার পরিবর্তন, আস্থার পরিবর্তন, আর এক অর্থে ক্ষোভেরও প্রকাশ।

‘তাজউদ্দিন’—নামের অর্থ ধর্মের মুকুট, আদর্শের শিরোমণি। নামের এই প্রতীকী ব্যঞ্জনা এখন এক কঠিন পরীক্ষার সামনে। কারণ মেহেরপুরের মানুষ বহুবার ইশতেহার শুনেছে, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দেখেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের ফল ততটা পায়নি। তাই নতুন এই অধ্যায় শুরু হয়েছে এক নীরব প্রশ্ন নিয়ে—এবার কি সত্যিই বদল আসবে?

মেহেরপুর কৃষিনির্ভর জেলা। এ অঞ্চলের মাটি উর্বর, মানুষ পরিশ্রমী। ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ, আম—ফসলের বৈচিত্র্যে ভরপুর এই জনপদ। অথচ কৃষক আজও ন্যায্যমূল্য, সার-বীজের সহজ প্রাপ্তি এবং সেচের নিশ্চয়তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকে। নির্বাচনের আগে ঘোষণা ছিল—এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি থাকবে না; কৃষক দলীয় পরিচয়ে নয়, চাষের ভিত্তিতে সুবিধা পাবে। এই অঙ্গীকার যদি বাস্তবে রূপ পায়, তবে তা হবে মেহেরপুরের অর্থনীতির ভিত শক্ত করার প্রথম ধাপ। কৃষিকে ঘিরে যদি গড়ে ওঠে সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াজাত শিল্প ও সহজ বাজারব্যবস্থা, তবে কর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার খুলবে।

কিন্তু কৃষির পাশাপাশি আরেকটি অন্ধকার ছায়া আজ গ্রাস করছে জনপদকে—মাদক ও অনলাইন জুয়া। কত পরিবার নিঃস্ব হয়েছে, কত তরুণ হারিয়েছে স্বপ্নের দিশা। মাদকমুক্ত ও জুয়ামুক্ত মেহেরপুর গড়ার প্রতিশ্রুতি কেবল প্রশাসনিক উদ্যোগে নয়, সামাজিক জাগরণেও বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রয়োজন কঠোরতা ও সহমর্মিতার সমন্বয়।

শিক্ষার উন্নয়ন নিয়েও উচ্চারণ করা হয়েছে আশাবাদী শব্দ। পাঠনির্ভর শিল্পায়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা—এসব যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে তরুণ প্রজন্মের হাতে কর্মসংস্থানের আলো জ্বলবে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে যদি যুক্ত হয় জ্ঞাননির্ভর উদ্যোগ, তবে মেহেরপুর হতে পারে এক সম্ভাবনার মডেল জেলা।

যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নও জরুরি। গ্রামীণ সড়ক, বাজার অবকাঠামো ও সংরক্ষণাগার উন্নত না হলে কৃষকের ঘাম সঠিক মূল্য পাবে না। উন্নয়ন মানে কেবল ইট-পাথরের স্থাপনা নয়; উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব পরিবর্তন।

মুজিবনগরের মাটি ইতিহাসের সাক্ষী। এই মাটিতে দাঁড়িয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাই সাধারণ কোনো রাজনৈতিক উচ্চারণ নয়—এ এক নৈতিক অঙ্গীকার। নতুন এমপি হিসেবে তাজউদ্দিন খানের সামনে সুযোগ আছে প্রমাণ করার, পরিবর্তন কেবল স্লোগান নয়; এটি কর্মের ধারাবাহিকতা।

অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি তিনি দলীয় সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে কৃষক, শিক্ষার্থী, যুবক ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান, তবে এই বিজয় অর্থবহ হবে। অন্যথায় ইতিহাসের পূণ্যভূমিও নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে আরেকটি অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির।

মানুষ ভোট দিয়েছে আশা নিয়ে। এখন সময় সেই আশাকে বাস্তবের মাটিতে বপন করার।

দর্শনায় কুপিয়ে জখমের ঘটনায় বিএনপির ঝটিকা মিছিল ও বিক্ষোভ

দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জেরে গতকাল রবিবার নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে রিপনকে (৪০) ৪–৫ জন এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে। মাগরিবের সময়

মোটরসাইকেলযোগে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আহত রিপনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩–৪ মাস আগে রিপনের সঙ্গে একই গ্রামের হাসেমের ছেলে খাইরুল ও সানিরুলের ছেলে রাশদের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে রবিবার বিকেলে রিপন ইফতার শেষে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় খাইরুল, খোকনসহ ৪–৫ জন তাকে দুই পা ও হাতে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঘটনার পর, বিএনপি সমন্বয়ক নাহারুলের নেতৃত্বে দর্শনা শহরে ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দর্শনা থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেদী হাসান জানান, বিক্ষোভকারীদের ৪৮ ঘণ্টার সময় দেয়া হয়েছে; এই সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, “পূর্ব শত্রুতার জেরে রিপনকে কুপানো হয়েছে। খাইরুলসহ ৪–৫ জন পলাতক রয়েছে। তবে আমরা তাদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রেখেছি। মামলার প্রস্তুতিও চলছে।”